এক যুগে পদার্পন করলো কুষ্টিয়ার কেএনবি এ্যাগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ

কুষ্টিয়ায় কেএনবি এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর ১ যুগে পদার্পন করেছে। এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে কারখানা চত্বরে মিলাদ মাহফিল, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বাংলাদেশ চালকল মালিক সমিতির সভাপতি আব্দুর রশীদ।

এসময় তিনি বলেন, ফিড উৎপাদনের ক্ষেত্রে আস্থা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে একটি প্রতিষ্ঠান সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ঠিক তেমনিভাবে কুষ্টিয়ার এই কেএনবি এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ তার উৎপাদিত ফিড বাজারে নামী দামী উৎপাদিত ফিডের সাথে প্রতিযোগিতা করে বাজার সৃষ্টি করেছে। আগামীতে এই কোম্পানী দেশের মধ্যে ১ নং স্থানে নিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

তিনি আরও বলেন, কেএনবি এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড প্রতিষ্ঠিতর এই এক যুগে ইতোমধ্যে প্রায় এক হাজার মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার কামরুজ্জামান নাসির কঠোর হাড়াভাঙ্গা পরিশ্রমের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে যেভাবে চাঙ্গা করে যাচ্ছেন ঠিক তেমনিভাবে কুষ্টিয়াতে আরো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে বলে আমি আশা করি।

কেএনবি এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুজ্জামান নাসিরের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, কেএনবি এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর পরিচালক চামেলী জামান, ডিজিএম (এডমিন) সাদ আহমেদ, এজিএম (সেলস এন্ড মার্কেটিং) ডা: মো: শহীদুল ইসলাম, একাউন্টস ম্যানেজার রমজান শেখ, ইমারত হোসেন, সেক্রেটারি রাজিব হোসেন, মাসুম শেখ, উৎপল কুমার বিশ্বাস প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে কেএনবি এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুজ্জামান নাসির বলেন, আমরা মুরগীর খাবারে গুণগত মানের সাথে কোন আপোষ করি না। ব্যবসায়ীদের

উদ্দেশ্যে এসময় তিনি বলেন, মানুষের জন্য কিছু করবো বলেই এই কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেছি। প্রতিষ্ঠানটি এক যুগে পদার্পন করেছি। ধীরে ধীরে আমার সেই ছোট প্রতিষ্ঠান এগিয়ে যাচ্ছে। এটি আপনাদের সমন্বয় যুগের পর যুগ টিকে থাকুক এ কামনা করি।
ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমরা সবাই যদি আমাদের নীতি আদর্শের প্রতি অবিচল থাকি তবে আপনাদের ব্যবসায়ীক সাফল্যের পাশাপাশি কোম্পানীও উন্নতি লাভ করবে এজন্য আপনাদের সহযোগীতা কামনা করি।

পরে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান জেলা শিল্পকলা একাডেমীর শিল্পীরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

এসময় বিক্রয় প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন জেলার ডিলারগন ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মীর তনিমা। এর আগে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কেএনবি এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুজ্জামান নাসির ও কোম্পানীর পতাকা উত্তোলন করেন কেএনবি এগ্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড এর পরিচালক চামেলী জামান। এরপর বেলুন উড়ানো ও কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।

কুষ্টিয়া শহর শ্রমিক লীগের উদ্যোগে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের আলোচনা সভা

কুষ্টিয়ায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সন্ধ্যায় কুষ্টিয়া আদর্শ কলেজ মোড় মিলপাড়ায় জেলা শ্রমিকলীগের অস্থায়ী কার্যালয়ে কুষ্টিয়া শহর শ্রমিক লীগের উদ্যোগে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি

হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় শ্রমিক কেন্দ্র কমিটির সদস্য জেলা শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মোঃ আমজাদ আলী খান।

কুষ্টিয়া শহর শ্রমিক লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ মহসিন আলীর সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হোসেনের পরিচালনায় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা জাতীয় শ্রমিক লীগের যুগ্নসাধারণ সম্পাদক মোঃ হামিদুল ইসলাম, সহ সাধারণ সম্পাদক বাদশা আলমগীর, জেলা শ্রমিক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ রিয়াজ আলী, ক্রীড়া সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য আসাদুল হক খান, মোতালেব হোসেন, জেলা যুব শ্রমিক লীগের যুগ্ন আহবায়ক রবিউল ইসলাম, সদস্য সচিব শরিফুল ইসলাম রিপন প্রমুখ।

সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ ইলিয়াস হোসেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা পূর্ণতা পেয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বক্তারা।

বক্তারা বলেন, ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেশে ফিরে আসার মাধ্যমে বাঙালির স্বাধীনতা পূর্ণতা পেয়েছে। সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রে সবকিছুই অনিশ্চিত ছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন করেছেন। ওই সময়ে অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে টিকে থাকতে পারবে না। বলা হয়েছে- বাংলাদেশ যদি উন্নয়ন করতে পারে তাহলে বিশ্বে আর কোনো দেশে উন্নয়ন অসম্ভব হবে না। তেমনই একটি বিধ্বস্ত অবস্থা থেকে সকল আশঙ্কাকে দূরে ঠেলে নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে পুনর্গঠন করেছেন বঙ্গবন্ধু। এই সময়ে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব না দিলে অস্ত্র উদ্ধার সম্ভব হত না। ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা সহসা দেশে প্রত্যাবর্তন করত না। বাংলাদেশ অবকাঠামোগত যে উন্নয়ন লাভ করেছে তার কোনোটিই অর্জিত হত না।’

বক্তারা আরও বলেন, বাংলাদেশকে সোনার বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন বঙ্গবন্ধু। আর তারই সুযোগ্য কণ্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তারই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশকে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বাস্তবায়নের কাজ করে যাচ্ছেন।

আমি জনগণের রায়ে নয়, কারচুপির ভোটে পরাজিত হয়েছি– ইনু

জাসদ সভাপতি ও কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসন থেকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোটের হয়ে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী হাসানুল হক ইনু ভোটে পরাজিত হয়ে এই নির্বাচনকে “কারচুপি” বলে অভিহিত করেছেন।

ইনু বলেন, “আমি জনগণের রায়ে নয়, কারচুপির ভোটে পরাজিত হয়েছি। আশা করি, এটা সবাই তদন্ত করে দেখবেন এবং প্রতিকার করবেন।”

মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) দুপুরের পর কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা জাসদ কার্যালয়ে নির্বাচন পরবর্তী সাংগঠনিক মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের সামনে তিনি এই মন্তব্য করেন।

সংবাদ সম্মেলনে হাসানুল হক ইনু বলেন, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া সারা দেশে ভোট সুষ্ঠু হয়েছে। এই মতের সাথে আমি একমত। দ্বিতীয়ত, আমি মনে করি, বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত যে কারচুপির ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য আমরা এলাকা কুষ্টিয়া-২ পড়েছে। এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মস্তান বাহিনী ভোটের সাত দিন আগে থেকে যে আতঙ্ক চালাচ্ছে সেটাও বন্ধ করা সম্ভব হয়নি এবং ভোটের দিন ১৬১ কেন্দ্রে মধ্যে অস্বাভাবিক ভোট প্রদার লক্ষ্য করা গেছে। যা কারচুপির মাধ্যমে করা হয়েছে। এ বিষয়ে বারবার প্রতিবাদ করার পরেও, কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরেও প্রশাসনের কর্মকর্তারা কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

নির্বাচনের কোনো রাজনৈতিক প্রভাব জোটে পড়বে না উল্লেখ করে জাসদ সভাপতি বলেন, “ নির্বাচন নিয়ে জোটের শরিকদের মধ্যে যে বিভ্রান্তি ও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে, সেটা অবশ্যই নিষ্পত্তি করতে হবে। একই সঙ্গে জোটের প্রার্থীর এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী স্বতন্ত্র প্রার্থীর গুন্ডাবাহিনীর যে আক্রমণ, হুমকি-ধমকি অত্যাচার শুরু হয়েছে, এটা অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। তা না হলে জোটের অভ্যন্তরে সুষ্ঠু পরিবেশ থাকবে না।”

তিনি আরও বলেন, ঢাকায় গিয়ে জোটের বৈঠকে কথা হবে। যেহেতু আমরা জোটের শরিক সেহেতু এলাকায় আওয়ামী লীগের সঙ্গে সাংঘর্ষিক অবস্থা থাকা উচিত না। জোটের প্রার্থীর বিরদ্ধে অনেকক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব বিরোধিতা করেছে। এটা আমরা নজরে আনবো। এটা তাদের দলীয় বিশৃঙ্খলা, সমাধান করার আহ্বান জানাবো।

এ সময় জেলা জাসদের সভাপতি গোলাম মহসিন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলিম স্বপন, মিরপুর উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আহম্মদ আলীসহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর ও ভেড়ামারা) আসনে নৌকা প্রতীকে পরাজিত হয়েছেন ১৪ দলীয় মহাজোটের প্রার্থী জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি ও সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। তিনি পেয়েছেন ৯২ হাজার ৪৪৫ ভোট। ১ লাখ ১৫ হাজার ৭৯৯ ভোট পেয়ে জয় পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন।

হাজারো নেতা-কর্মীদের ফুলে সিক্ত নব নির্বাচিত এমপি ‘কামারুল আরেফিন’

প্রথমবারের মত সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হলেন কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য কামারুল আরেফিন।

মঙ্গলবার (৯ জানুয়ারি) সকাল থেকে মিরপুর উপজেলার আমলা সদরপুর নিজ বাড়ী, মিরপুরের বাসভবন ও মিরপুরের উপজেলা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রধান কার্যালয়ে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, পেশাজীবি ও ব্যবসায়ী সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, উপজেলার সকল গ্রাম পুলিশসহ বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আসা হাজার হাজার নেতা-কর্মী তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

অনেকে ঢাক-ঢোলসহ মিছিল নিয়ে এসেছেন তাঁর সাথে সৌজন্যে সাক্ষাৎ করতে। জয়ের মালা পরাতে হাজার হাজার নেতা-কর্মী প্রচণ্ড ভীড় ঠেলে তাঁর গলায় মালা পরিয়েছেন। অনেকে আবার আবেক আপ্লুত হয়ে কামারুল আরেফিনকে বুকে জড়িয়ে ধরে তাঁর সাথে কোলাকোলি করছেন, কেউ পরাচ্ছেন ফুলের মালা, কেউ কেউ দিচ্ছেন ফুলের তোড়া।

এতে বিন্দু পরিমাণ ক্লান্ত নয় নব নির্বাচিত এমপি কামারুল আরেফিনের বরং তিনি সকলকে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হয়ে তিনি বলেন, আজকের এই আনন্দঘন মুহুর্তটি আমার প্রতিটি নেতা-কর্মীর জন্য উৎসর্গ করলাম। তাঁরা নির্বাচনের সময় অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমি আমার প্রতিটি নেতা- কর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি আরও বলেন. আমি অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ নিয়ে ভোটে জয়লাভ করেছি, এ অর্জন মিরপুর ও ভেড়ামারার মানুষের।

আমি একটি সুন্দর সুখী এই দুই উপজেলা গঠনে সকলের সহযোগিতা চাই। মিরপুর ভেড়ামারা উপজেলার দৃশ্যমান উন্নয়নে আমাকে যা যা করতে হয় আমি তা তা-ই করব। শুধু এ দুই উপজেলার মানুষ আমার পাশে থাকলেই হবে।

তিনি আরও বলেন, দীর্ঘ ৫০ বছরে এই আসনে আওয়ামী লীগের আমি এমপি হলাম এবং ৩২ বছর পর এ আসনের মিরপুর উপজেলা থেকে এমপি নির্বাচিত হলাম। ১৫ বছর ধরে এ আসনে হাসানুল হক ইনু এমপি থাকলেও এই দুই উপজেলায় তেমন কোন অবকাঠামোগত দৃশ্যমান উন্নয়ন করতে পারে নি। আমি একটি স্মার্ট আসন বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখছি। আমার কোন নেতা- কর্মীকে কোন অন্যায় কাজ করতে দেওয়া হবে না। যারা বিগত দিনে মানুষের প্রতি অত্যাচার অন্যায় করেছে তাদের দিন শেষ।

গেলো ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকা মনোনীত প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থী জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে ২৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে বিজয়ী হয় কামারুল আরেফিন।

এদিকে দিনব্যাপী মিরপুর উপজেলায় কর্মযজ্ঞ শেষে ভেড়ামারা উপজেলা আওয়ামী লীগ ও সর্বস্তরের জনগণের আয়োজনে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি। সেখানে হাজার হাজার নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে: হানিফ

অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

তিনি বলেন, ‘অবাধ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে, আর বিএনপির শত বাধা সত্ত্বেও বিপুল পরিমাণ মানুষ ভোটকেন্দ্রে গিয়েছেন, এর মাধ্যমেই জনগণ প্রমাণ দিয়েছেন তারা উন্নয়ন ও শান্তির পক্ষে।

সোমবার (৮ জানুয়ারি) সকালে কুষ্টিয়া শহরে নিজ বাসভবনে তৃতীয়বারের মতো নির্বাচনে বিজয় লাভ করে নির্বাচন পরবর্তী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি এসব কথা বলেন।

কুষ্টিয়া-২ এ ১৪ দলীয় জোটের প্রার্থী জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু নির্বাচনে পরাজয় বরণের কারণে জোটে কোনো প্রভাব পড়বে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে হানিফ বলেন, জনতার রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাদের রায় মেনে নেওয়া উচিত। এখানে ভোটাররা সিদ্ধান্ত দিয়েছে, অসন্তুষ্ট হওয়াটা যৌক্তিক হবে না। আর এতে জোটে কোনো প্রভাব পড়বে না। জোট আছে, থাকবে। এই ঐক্য অটুট থাকবে।

হানিফ বলেন, বিএনপি এখন সন্ত্রাসী দল। তারা সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদ কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। নতুন সরকারের প্রথম কাজ হবে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ কর্মকাণ্ডকে কঠোরভাবে দমন করা।

নির্বাচন নিয়ে দেশে-বিদেশে অনেক বিভ্রান্ত ছড়িয়ে ছিল বিএনপি, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেটা বলেন, সেটাই করেন। সুষ্ঠু নির্বাচন করতে সরকার সর্বাত্তক সহযোগিতা করেছে।

হানিফ বলেন এই নির্বাচনের পর এদেশে নির্বাচন নিয়ে আর কোনো নীতিবাচক কথা বলার সুযোগ থাকবে না।

এ সময় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, সিনিয়র সহসভাপতি হাজী রবিউল ইসলামসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
পরে বিপুল ভোটে বিজয়ী লাভ করায় মাহবুব উল আলম হানিফকে জেলা তাতীলীগ এর পক্ষ সভাপতি রুহুল আমিন ফুলেল শুভেচছা জানান।

কুষ্টিয়া-২ ইনুকে হারিয়ে এমপি হলেন স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফীন

কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনে নৌকার প্রার্থী জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করে নির্বাচিত হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী কামারুল আরেফিন। কামারুল আরেফিন ট্রাক প্রতীক নিয়ে ১ লাখ ১৫ হাজার ৭৯৯ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। আর হাসানুল হক ইনু নৌকা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৯২ হাজার ৪৪৫ ভোট। প্রায় ২৪ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন কামারুল আরেফিন।

জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনু ১৯৯১ সাল থেকে ২০০১ পর্যন্ত জাসদ থেকে নির্বাচন করে পরাজিত হলেও ২০০৮ সালে এসে মহাজোট থেকে নৌকা প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে বিজয়ী হন। এরপর ২০১৪ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ও ২০১৮ সালে বিএনপি-জামায়াতকে কোণঠাসা করে জয়ী হন বড় ব্যবধানে। ২০১৮ সালের নির্বাচনে ইনু ২ লাখ ৮০ হাজার ৬৩৬ ভোট। তবে এবার এসে তার ভোটের সংখ্যা মাত্র ৯২ হাজার। এর আগে ৯১ থেকে ২০০১ পর্যন্ত ভোটের হিসেব করলে দেখা যায় ৩০ হাজারের সামান্য বেশি ভোট পেয়েছিলেন তিনি।

এদিকে গত ১০ বছরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে নানা কারনে দ্বন্দ্ব প্রকট হয় ইনুসহ জাসদের। যার ফলে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এসে আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরোধিতার মুখে পড়েন। ইনুকে চ্যালেঞ্জ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হন মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ও সদ্য পদত্যাগী উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন।

কামারুল আরেফিন ৮০’র দশকে ছাত্রলীগের রাজনীতির মাধ্যমে। এরপর যুবলীগের রাজনীতি শুরু করেন। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ছিলেন। পরে হামলা-মামলায় টিকতে না পেরে পালিয়ে যান এলাকা ছেড়ে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর এলাকায় ফিরে আসেন। এরপর ২০১১ সালে সদরপুর ইউনিয়ন থেকে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন বিপুল ভোটে। পরে কাউন্সিলে মিরপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ২০১৪ সালের পর ইউপি চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে উপজেলা চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করে বিপুল ভোটে জয়ী হন। এরপর ২০১৮ সালে এসেও একই পদে জয়ী হন তিনি।

আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে মিরপুর ও ভেড়ামারায় তার জনপ্রিয়তা আছে কর্মিদের মাঝে। দেশ সেরা উপজেলা চেয়ারম্যান হয়েছেন কামারুল। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ইনুর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে আলোচনায় আসেন তিনি। নানা প্রতিকুলতার পরও তাকে মাঠ থেকে সরাতে পারেনি ইনু। বিরোধিতার পরও ভোটের মাঠে ম্যাজিক দেখিয়ে ইনুকে ঘায়েল করেছেন জয়ী হয়েছেন।

জয়ী হওয়ার পর দুই উপজেলার হাজার হাজার মানুষ তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাতে আসেন।

জয়ী হয়ে কামারুল আরেফিন বলেন, ‘আমি জনতার নেতা। সব ছেড়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলাম। জনগন ভোট দিয়ে আমার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিয়েছে। আমি শুকরিয়া জানাই আল্লাহর দরবারে। মিরপুর-ভেড়ামারাবাসীর এ দেনা আমি কখনো শোধ করতে পারব না। শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে কাজ করে যাব।’

এদিকে ইনুর পরাজয়ে আওয়ামী লীগের নেতারা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন।

এদিকে ৩৩ বছর পর এমপি পেল মিরপুরবাসী। সর্বশেষ ১৯৯১ সালে বিএনপি থেকে নির্বাচিত হন আব্দুর রউফ চৌধুরী। এরপর ভেড়ামারা থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছে বারবার। তার আগে ১৯৮৬ সালে জামায়াতের আব্দুল ওয়াহেদ এমপি হন প্রথমবারের মতো।

জনগণের রায়ের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল: হানিফ

জনগণের রায়ের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ। তিনি বলেন, ভোটের যে ফলাফল হবে মেনে নেবে আওয়ামী লীগ। জনগণের রায়ের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল।

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ কেন্দ্রে সকাল সোয়া ৮টায় ভোট দেয়ার পর কুষ্টিয়া-৩ আসনে নৌকার প্রার্থী মাহবুব-উল আলম হানিফ এ কথা বলেন।

স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে হানিফ বলেন, আওয়ামী লীগের প্রতীক নৌকার বিরুদ্ধে অনেকেই এজেন্ট হতে চান না, স্বতন্ত্র প্রার্থীরা এজেন্ট খুঁজে না পেয়ে সেই দোষ আমাদের ওপর চাপানোর চেষ্টা করছে।

বিএনপি সম্পর্কে তিনি বলেন, এরা সন্ত্রাসী জঙ্গি দলে পরিণত হয়েছে। তাদের প্রতি জনগণের ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ৪টি সংসদীয় আসনে ৫৭৮টি ভোট কেন্দ্রে সকাল ৮টা থেকে ভোট গ্রহণ চলছে।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ, গ্রহণযোগ্য করতে জেলায় ১২ প্লাটুন সেনা, ৯ প্লাটুন বিজিবি, ৩৩ জন ম্যাজিস্ট্রেট, ৪ জন বিচারক দায়িত্ব পালন করবেন। ৫৭৮টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ২৪৬টি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে ১৪ থেকে ১৮ জন পুলিশ ও আনসার মোতায়েন রয়েছে।

কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পলাশ কান্তি নাথ বলেছেন, পুলিশ-র্যাবের পেট্রোল, মোবাইল, স্ট্রাইকিং ও স্ট্যান্ডবাই ফোর্স কাজ করছে। ৪ দিন ধরে আমদের কেন্দ্রভিত্তিক পেট্রোল চলছে। তিনি আরও বলেন, নিরাপত্তার কোন ঘাটতি নেই।

কুষ্টিয়ায় ৪টি আসনে ভোটগ্রহণ চলছে

তীব্র শীত উপেক্ষা করে সকাল থেকেই ভোট দিতে দেখা গেছে ভোটারদের। তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে ভোটারদের উপস্থিতিও বাড়তে শুরু করে। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়ার চারটি আসনে ভোটগ্রহণ চলছে।

উত্তাপ আর কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সকাল ৮টায় একযোগে এই ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। বিরতিহীন ভাবে চলবে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত। সবগুলো আসনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থীর পাশাপাশি বিদ্রোহী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছে।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়ার ৪টি সংসদীয় আসনে মোট ৫৭৮টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এর মধ্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২৪৬টি কেন্দ্রকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জেলার ৫৭৮ ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। চারটি আসনে দুই হেভিওয়েট প্রার্থীসহ মোট ৩১ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

নৌকার বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আওয়ামী লীগ এবং দলীয় স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। এতে নৌকার প্রতীক এবং আওয়ামী লীগের দলের প্রার্থীদের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে বলে ধারণা করছেন অনেকে।

নতুন ভোটার মারুফ হোসেন বলেন, জীবনে প্রথমবারের মতো আমি নিজে ভোট প্রদান করলাম। ভোট একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এতোদিনে জেনেছি, এখানে ভোটাররা তাদের নিজের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে গোপন কক্ষে ব্যালটপেপার নিয়ে ভোট দিয়ে থাকে। আজকে আমি নিজে গোপনকক্ষে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিলাম। ইনশাআল্লাহ আমার প্রথমভোট সফল হবে।

কুষ্টিয়া-৩ সদর আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ তৃতীয়বারের মতো প্রার্থী হয়েছেন। তার সঙ্গে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলীর পুত্র পারভেজ আনোয়ার

তনু।

কুষ্টিয়া-২ মিরপুর ভেড়ামারা আসনে জাসদ সভাপতি সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৪ দলের প্রাপ্তি হিসেবে নৌকা প্রতীকে চতুর্থবারের মতো নির্বাচন করছেন। এই আসনে আওয়ামী লীগ নেতা, মিরপুর উপজেলা চেয়ারম্যানের পদ থেকে পদত্যাগ করে কামারুল আরেফিন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

কুষ্টিয়া-১ দৌলতপুর আসনে নৌকার প্রার্থী বর্তমান বর্তমান সংসদ সদস্য সারোয়ার জাহান বাদশার সঙ্গে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য রেজাল হক চৌধুরী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

আর কুষ্টিয়া -৪ কুমারখালী খোকসা আসনে বর্তমান সংসদ সদস্য নৌকার প্রার্থী ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলেছেন সাবেক এমপি স্বতন্ত্র প্রার্থী আব্দুর রউফ।

কুষ্টিয়ার চারটি আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ১৬ লক্ষ ১৪২ হাজার ৯১২ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার সংখ্যা ৮ লক্ষ ২২ হাজার ৫১৬ জন এবং নারী ভোটার সংখ্যা ৮লক্ষ ২১ হাজার ৩৮৮ জন।

এখন পর্যন্ত একটি আসনের কোথাও কোনো ধরনের সহিংসতা বা অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

কুষ্টিয়ায় দায়িত্বপ্রাপ্ত আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে ব্রিফিং

অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে বদ্ধপরিকর কুষ্টিয়ার প্রশাসন আজ শুক্রবার সকালে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্বে করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা ভোট

গ্রহণে নিযুক্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, কর্মকর্তা ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রধানদের সঙ্গে এ বিষয়ে বৈঠকে নির্দেশনা দিয়েছেন। এতে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আবু আনছারসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক এহেতেশাম রেজা জানান, এরইমধ্যে নির্বাচন গ্রহণের সব প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। ঝুঁকি মোকাবেলায় সেনাবাহিনী, বিজিবি, র্যাবসহ সকল বাহিনী প্রস্তুত আছে।

রিটার্নিং কর্মকর্তা আরো বলেন, ব্যালটসহ নির্বাচনি কর্মকর্তা উপজেলা পর্যায়ে পাঠানো হয়েছে। দুর্গম তিনটি ইউনিয়নে ব্যালট নিরাপত্তা দিয়ে আগের দিন পাঠানো হবে। থাকবে ম্যাজিস্ট্রেটের তত্ত্বাবধানে। অন্যসব ব্যালট ভোটের দিন সকালে কেন্দ্র কেন্দ্রে পাঠানো হবে।

কুষ্টিয়ার-৪টি আসনে মোট ৫৭৮টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে। এরমধ্যে ২৪৬টি কেন্দ্রকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে প্রশাসন।

কুষ্টিয়ায় ট্রেনে কেটে বৃদ্ধার মৃ*ত্যু

কুষ্টিয়া শহরতলীর জগতি ষ্টেশনের অদূরে ট্রেনে কেটে অজ্ঞাত এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে।

আজ বুধবার (৩ জানুয়ারি) সকালে জগতি স্টেশনের কাছাকাছি চেচুয়া নামক স্থানে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ওই বৃদ্ধার আনুমানিক বয়স (৬৫) বছর। বিষয়টি নিশ্চিত করে পোড়াদহ রেলওয়ে থানার (জিআরপি)।

থানার এসআই কায়কোবাদ বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সকালে রাজশাহী থেকে ঢাকাগামী মধুমতি আন্তঃনগর ট্রেনটি তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বিকেলের মধ্যে

[illegible]